প্রথম আলো
February 5th, 2014

সংকোচ হীন সচেতন নারী

ঘুরে তো দাঁড়াতেই হবে

সাইফুর রহমান, বরিশাল

সারাক্ষণ হাসি লেগে থাকে মুখে। হাসিমুখেই সাফল্যের কথা বললেন তিনি। পেছনে তাকানোর সময় কই তাঁর? এখন তো সামনে চলার সময়। জীবনের সব চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মনিকা হালদার জানালেন নিজের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প।

২০০১ সালে মনিকার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এসএসসির লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। অকস্মাৎ দুর্বৃত্তের ছুড়ে দেওয়া অ্যাসিডে ঝলসে যায় তাঁর শরীর। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘুরে যায় জীবনের বাঁক। শুরু হয় তাঁর বাধা অতিক্রম করার কঠিন সংগ্রাম।

মনিকা হালদার বলেন, 'ওই সময় মনে হয়েছিল, জীবন এখানেই শেষ। আমার পক্ষেও আর কিছু করা সম্ভব নয়। আমাকে নিয়ে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবাই বিপাকে পড়ে যান। এ সময় আর্থিক ও মানসিকভাবে পাশে দাঁড়ায় *প্রথম আলো* ও অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন। সার্বক্ষণিকভাবে পাশে থেকে বাধা অতিক্রমে মানসিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন উত্তম কুমার কর্মকার। এখন তিনি আমার জীবনসঙ্গী।' এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনিকার কাছে পেছনের ওই সব ঘটনা কেবল একটা দুঃস্বপ্ন। ওই দুঃস্বপ্নই তাঁকে যেন সামনের দিকে হাঁটতে শিখিয়েছে।

মনিকা হালদার এখন ব্র্যাক ব্যাংকের বরিশাল শাখায় ক্যাশ অ্যান্ড ক্লায়েন্ট বিভাগে কাজ করছেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভালো গানও গান তিনি। বাবা সুকুমার হালদার গানের মানুষ। তাঁর কাছেই শিশু বয়সে গানে হাতেখড়ি। বাবা পল্লিগীতি ও অন্যান্য গান করলেও মনিকার ঝোঁক ছিল রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি। ১৯৯৭ সালে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হিসেবে

মনিকা হালদার ছবি: প্রথম আলো

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে বিভাগীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতে সেরা হন মনিকা। ২০০৩ সালে ঢাকায় ইডেন কলেজে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন রবীন্দ্রসংগীতে তালিম নেওয়ার জন্য ভর্তি হন ছায়ানটে। ২০১০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পরপরই যোগ দেন ব্র্যাক ব্যাংক বরিশাল শাখায়। এখানে সহকর্মীরা তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। স্বামী ও দুই সন্তানও তাঁকে সব সময় সহযোগিতা করে। তাদের ঘিরেই এখন মনিকা স্বপ্ন দেখেন।

মনিকা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এবার অন্যদের পাশে দাঁড়াতে চান তিনি। নিজে যেভাবে সহযোগিতা পেয়েছেন, তেমনি অন্যদের সহযোগী হতে চান।